অনুবাদ ও সম্পাদনা ড. রবীন্দ্রনাথ মাইতি,
সংস্কৃত বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

The Period of Ramayan
রামায়ণের রচনা কাল

ভারতবর্ষের প্রধান মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ সাহিত্যের এক অনুপম সৃষ্টি ও বিষয় বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারে লৌকিক সংস্কৃত-ভাষার আদিকাব্য রামায়ণ। সূচনা পর্বেই বলা হয়েছে যে একদিন মহর্ষী বাল্মীকি শিষ্যদের সঙ্গে তমসা নদীর তীরে ভ্রমণ করছিলেন। তখনই এক ব্যাধের শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চের বিরহে ক্রৌঞ্চবধূর করুন ক্রন্দন শুনে ঋষি হৃদয়ে উদ্‌বেলিত শোক্ শ্লোকচ্ছন্দের রূপ পরিগ্রহ করে। ঋষি কবি কন্ঠ থেকে ব্যাধের উদ্দশে ধবনিত হয় অভিশাপ বাণী –

‘‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম: শাশ্বতী: সমাঃ
যৎকৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতমঃ।।

তারপর ব্রহ্মার আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। এর পূর্বে দেবর্ষি নারদ এসে বাল্মীকিকে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের চরিত কথার সংকেত দেন। ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতে ‘মহাভারত’ কাহনির একটি বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক পঠভূমি রয়েছে, কিন্তু রামায়ণ সম্পর্কে এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না বলেই রামায়ণের কাল-নিরূপণ এক দু:সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোক প্রচলিত বিশ্বাস-রামায়ণের বর্ণিত রামচন্দ্র ছিলেন ত্রেতা যুগের অবতার, অতএব রাম-কাহিনি ত্রেতা যগের কাহিনি এবং সেই হিসেবে এটি মহাভারতকাহিনি অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। বস্তুত রাম-কাহিনি যদি ঐতিহাসিক না হয়ে কাল্পনিকও হয়ে থাকে, তবু রামায়ণে বর্ণিত সমাজব্যবস্থা এবং অভ্যন্তর প্রমাণে অনুমিত হয়, এর পটভূমি ছিল মহাভারত বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কালেরও অনেক পূর্ববর্তী। রামায়ণে বর্ণিত সভ্যতা অনেকটা আরণ্য সভ্যতা। অতএব রামায়ণ কাহিনির পটভূমিকায় রয়েছে ত্রেতা যুগ – এই লোকপ্রচলিত বিশ্বাসকে একেবারে দুর্মর কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাম-কাহিনির বা রামায়ণের কাল বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া গেল, এখন প্রশ্ন - রামায়ণের

রচনাকাল কখন? এখানে আর একটি লোকপ্রচলিত বিশ্বাসের উল্লেখ করতে হয় – রামচন্দ্রের জন্মের ষাট হাজার বছর পূর্বেই নাকি বাল্মীকি মুনি রামায়নে রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রবচনটির সমর্থনে কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নেই। বরং বাল্মীকির নিজস্ব উক্তিতেই রয়ে গেছে যে, রামচন্দ্রের রাজ্যলাভের পরই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

পৌরাণিক কাহিনির উপর নির্ভর না করে ঐতিহাসিকদের সপ্তম কাণ্ড অপেক্ষা যে অনেক পূর্ববর্তী কালের রচনা, এ কথা প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মূল কাহিনিটি কখন রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র কিংবা ঘটনার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে এবং পাণিনির রচনায় পাওয়া গেলেও রামায়ণ-বিষয়ে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বৈদিক সংহিতায় 'রাম'এবং 'সীতা' শব্দের উল্লেখ থাকলেও তা যে-কোনো ব্যক্তির নাম নয়, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ ঐক্যমত পোষণ করেন। রামায়ণের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীস্ীয় প্রথম শতকে অশ্বঘোষের রচনায় এবং পালি সাহিত্যে। এই কারণেই রামায়ণের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। এ ছাড়া এর ভাষা, রচনা-রীতি এবং সমাজব্যবস্থার সাক্ষ্যে বোঝা যায়, এর রচনাকাল মহাভারতের পরবর্তী।

রামায়ণে 'যবন' শব্দের প্রয়োগ দেখে কেউ কেউ একে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু 'যবন' শব্দের যে শুধু গ্রীকদেরই বোঝায়, তেমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায়, পূর্বোক্ত অনুমানকে যুক্তিসিদ্ধ বলা চলে না। এ ছাড়া, 'যবন' শব্দটি তো পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্তও হয়ে থাকতে পারে। কাজেই একটিমাত্র শব্দের একবার বা দু'বার ব্যবহার থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নয়। পালি ভাষায় রচিত 'দশরথ' জাতকে রাম-কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এতে সীতাকে রামচন্দ্রের সহোদরা এবং পরে ভার্যারূপে দেখানো হয়েছে। এখানে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে গেছেন হিমালয়ে; রাবণ-কাহিনি এবং কপি-কাহিনি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কেউ কেউ জাতকের কাহিনিটিকেই মূল কাহিনি ধরে অনুমান করেন যে জাতকের

কোনো প্রাচীনতর কাহিনিকে মাজা-ঘসা করেই রামায়ণের অনেকটা সামাজিক রূপদান করেছেন। অতএব, তাঁদের মতে রামায়ণ বুদ্ধোত্তর কালের রচনা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি এই যে, রামায়ণের কাহিনিকে বিস্তৃত করেও জাতক রচিত হয়ে থাকতে পারে। বিশেষত: দশরথ জাতকের বারোটি গল্পের মধ্যে মাত্র একটিই রামায়ণে পাওয়া যায়। অতএব রামাণের জাতকের পূর্ববর্তী, এই অনুমানও সমান বলবান। বুদ্ধদেবের কালে পালিই ছিল ভাষা, কথ্য ভাষারূপে তখন আর সংস্কৃতের প্রচলন ছিল না। জনসাধারণের কাব্যরূপে রামায়ণ জনসাধারণের ভাষায় রচিত হয়েছিল, বলে ধরে নিলে এটিকে বুদ্ধ-পূর্বকালের রচনা-রূপেই স্বীকার করে নিতে হয়। রামায়ণে 'বুদ্ধ' শব্দটিও পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এরূপেই অনুমানই সঙ্গত, কারণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এটিকেই সমর্থন করে। অশ্বঘোষের রচনা ছাড়াও দ্বিতীয় শতকে রচিত কুমারলাতের 'কল্পনা মণ্ডিতকা'য় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের বহু গ্রন্থেই রামায়ণের উল্লেখ বর্তমান। অতএব রামায়ণ অবশ্যই এদের পূর্ববর্তী। রামায়ণের যুগে দক্ষিণাপথে কোনও সভ্য রাজ্য ছিল না বলেই অনুমিত হয়। ঐ বিস্তির্ণ জনাকীর্ণ ভূভাগ বানর-রাক্ষসদিগের দ্বারা অধিকৃত এবং অধ্যুষিত ছিল। এরই মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও ঋষির শান্তরসাস্পদ তপোবনাশ্রম ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলিপূত্র বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। রামায়ণে এর কোনো উল্লেখ না থাকায় স্বভাবত:ই মনে হয়, পাটলিপূত্র স্থাপনের পূর্বেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল। কোশলদের রাজাধানী অযোধ্যা বৌদ্ধ ও জৈন যুগে 'সাকেত' নামে পরিচিত হতো, কিন্তু রামায়ণে 'সাকেত' নামের কোনো উল্লেখ না থাকায় এটি বৌদ্ধ-জৈন যুগের পূবেই রচিত হয়েছিল, স্বীকার করতে হয়। বুদ্ধের কালে 'মিথিলা' এবং 'বিশালা' একত্রে 'বৈশালী' নামে পরিচিত ছিল – কিন্তু রামায়ণে এদের পৃথক নামে পাওয়া যায়। অতএব সহজ সিদ্ধান্ত এই যে, রামায়ণ বুদ্ধ-পূর্ব যূগেই অর্থাৎ খ্রীস্ট পূর্ব ৫৬৬ অব্দ অথবা তার পূর্বেই রচিত হয়েছিল। ম্যাকডোনেলও তা বলেন: '…the kernel of Ramayana was composed before 500 B.C., while the more recent portions were probably not added till the second century B.C. and later'' রামায়ণের আদি ও শেষ কাণ্ড এবং অভ্যন্তরস্থ

কোনো কোনো অংশ যে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল, এ বিষয়ে গবেষকগণ প্রায় সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করেন। এইদিক থেকে বিচার করলে মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ববর্তী রচনা বলে মেনে নিতে হয়। এ বিষয়ে বিন্টারনিট্জের অভিমত উদ্ধার করে বলা চলে: ''The older nucleus of the Mahabharata however is probably older than the ancient Ramayana.'' উপরিউক্ত ঐতিহাসিক ও গবেষকদের দেওয়া তথ্যের ও মতবাদের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, অন্তত: খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই মূল রামায়ণ রচিত হয় এবং পরবর্তী সংযোজন ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই সাধিত হয়েছিল ২০০৮ সালের ২০ শা জানুয়ারি অসমের গুয়াহটিতে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া রামায়ণ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।